আজকের কাগজ

১৬৩

তারিখ ... 28 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে

প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান অসন্তোষ—বিরোধ—সংঘাতে শুরু এবং শেষ

আরিফুল হক রুজু: রংপুর, ২৫ ডিসেম্বর। উপমহাদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্র–শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে নানা ধরনের অসন্তোষ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। উৎসবে ইট–পাটকেল নিক্ষেপ, ছাত্রদের মধ্যে লাঠি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্জন এসব ঘটনাই ছিলো সবার আলোচ্য বিষয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জানা গেছে, রংপুরের দুই মহিলা এমপিকে কলেজের শিক্ষকরা সশরীরে তাদেরকে আনতে না গেলে তারা অভিমান করেন এবং এজন্যে নাকি শিক্ষামন্ত্রীও দেরি করেন। অবশেষে কলেজের পাঁচজন শিক্ষক গাড়ি নিয়ে মহিলা এমপি দু'জনকে আনতে যান এবং তারপর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন কতিপয় শিক্ষক।

তিনদিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মুহাম্মদ রেজাউল হক। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার আগেই দুপুরের খাওয়া নিয়ে ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র কলেজের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষককে লক্ষ্য করে ইট–পাটকেল ছোঁড়ে এবং জানালার কাচ ভাঙচুর করে। এ সময় আজকের কাগজের জেলা প্রতিনিধি ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কলিমউদ্দিন মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আসাদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাঃ আবু তালিব। এবং সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো বাংলা বিভাগের ছাত্রদেরকে 'ইলেকশান না দেয়ায় বাংলা বিভাগের ছাত্র–শিক্ষক উৎসব বর্জন করে বলে ছাত্র ও শিক্ষকরা এ প্রতিবেদককে জানান।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রথম পর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো শিক্ষাঙ্গন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল হোসেন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ আবু তালিব। দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই হিন্দি 'সাজন' ছবির "দেখা হায় পেহলী বার, সাজনসে আখ্ মে পেয়ার" গানটি রংপুর বেতারের একজন শিল্পী পরিবেশন করার জন্যে কলেজের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ঐ মঞ্চের মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে অনুষ্ঠান বর্জন করে।

তৃতীয় দিনের প্রথম পর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো রংপুরের সাহিত্যিক ও সাহিত্য কর্ম। এতে সভাপতিত্ব করেন সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী'র চেয়ারম্যান প্রফেসর গাজী আবদুস সালাম এবং মূল আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ আবু তালিব।

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তিনদিনব্যাপী উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তেমন কোনো প্রাণচাঞ্চল্য ছিলো না। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও কলেজ চত্বরে সমাবেশ ঘটেনি। এই কলেজে পড়াশুনা করেছেন দেশের এমন কোনো গুণীজনকেও আমন্ত্রণ করা হয়নি বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।